সূচিপত্র

- ঈমান ॥ ৫
- নামায ॥ ৮
- রোযা ॥ ১০
- হজ্জ ॥ ১২
- যাকাত ॥ ১৪
- তাওহীদ ॥ ১৫
- শিরক ॥ ১৬
- মুমিনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ॥ ১৮
- দাওয়াত ॥ ২০
- সংগঠন ॥ ২২
- প্রশিক্ষণ ॥ ২৪
- ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ॥ ২৮
- ইসলামী আন্দোলন-জিহাদ ॥ ৩০
- ত্যাগ-কুরবানী ॥ ৩৩
- পর্দা ॥ ৩৬
- তাকওয়া ॥ ৩৮
- আনুগত্য ॥ ৪২
- বাইয়াত ॥ ৪৩
- মুমিনের গুণাবলি ॥ ৪৬
- গীবত ॥ ৪৮
- আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় ॥ ৫০
- আখেরাত ॥ ৫৩
- জান্নাত ॥ ৫৬
- জাহান্নাম ॥ ৫৯
- ব্যক্তিগত রিপোর্ট ॥ ৬১
- আত্মসমালোচনা ৬২

ঈমান

কুরআন

١- هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۙ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ. (بقرة - ٢-٤)

উচ্চারণ : হুদাললিল মুত্তাক্বীন, আল্লাযীনা ইউ'মিনূনা বিলগাইবি ওয়া ইউক্বীমূনাস সালা-তা ওয়া মিম্মা রঝাক্বনা-হুম ইউন-ফিকূন। ওয়াল্লাযীনা ইউ'মিনূনা বিমা উন-যিলা ইলাইকা ওয়া মা উন-যিলা মিন কবলিকা ওয়া বিলআ-খিরাতি হুম ইউ-কিনূন।

১- (আল-কুরআন) সেইসব মুত্তাকীর জন্য হেদায়াত (পথ নির্দেশ), যারা অদৃশ্যে ঈমান আনে, নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। আর (হে নবী) আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে ও আপনার পূর্বে (নবীদের প্রতি) যা নাযিল হয়েছিল তাতেও ঈমান আনে ও পরকালে যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে। (সূরা আল-বাকারা : ২-৪)

٢- يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَآفَّةً ۖ وَلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ۭ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ. (بقرة - ٢٠٨)

উচ্চারণ : ইয়া আয়য়ুহাল্লাযীনা আ-মানুদখুলূ ফিসসিলমি কা-ফফাহ ওয়ালা তাত্তাবিয়ূ খুতুওয়া-তিশ শাইতা-নি ইন্নাহূ লাকুম আদুওউম মুবীন।

২- হে ঈমানদারগণ! তোমরা পুরোপুরি ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের অনুসরণ করো না। নিশ্চয় সে (শয়তান) তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। (সূরা আল-বাকারা : ২০৮)

٣- مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ج وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ. (بقرة - ٦٢)

উচ্চারণ : মান আ-মানা বিল্লা-হি ওয়াল ওয়াওমিল আ-খিরি ওয়া আমিলা সা-লিহান ফালাহুম আজরুহুম ইনদা রাব্বিহিম ওয়ালা খওফুন আলাইহিম ওয়ালা-হুম ইয়াহঝানূন।

৩- যারা ঈমান আনে আল্লাহ ও পরকালে এবং সৎ কাজ করে, তাদের জন্য রয়েছে তাদের রবের পক্ষ থেকে মহাপুরস্কার এবং তাদের কোনো ভয় নেই, তারা চিন্তাগ্রস্তও হবে না। (সূরা আল-বাকারা : ৬২)

٤- فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ق لَا انْفِصَامَ لَهَا. (بقرة - ٢٥٦)

উচ্চারণ : ফামাই ইয়াকফুর বিত্তা-গূতি ওয়া ইউ'মিম বিল্লা-হি ফাকাদিসতামসাকা বিলউরওয়াতিল উছকা লানফিসা-মা লাহা।

৪- অতঃপর যে তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে সে এমন এক মজবুত রজ্জু ধারণ করে যা কখনো ছিঁড়বার নয়। (সূরা বাকারা : ২৫৬)

٥- فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ج وَاِنْ تُؤْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ. (ال عمران - ١٧٩)

উচ্চারণ : ফাআ-মিনূ বিল্লা-হি ওয়া রুসুলিহী ওয়া ইন তু'মিনূ ওয়া তাত্তাকূ ফালাকুম আজরুন আযীম।

৫- অতএব তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি। যদি তোমরা ঈমান আনো এবং তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে তোমাদের জন্য বিরাট পুরস্কার রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান : ১৭৯)

٦- اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ. (نور - ٦٢)

উচ্চারণ : ইন্নামাল মু'মিনূনাল্লাযীনা আ-মানূ বিল্লা-হি ওয়া রাসূলিহী।

৬- মুমিন মূলত তারাই আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যাদের দৃঢ় ঈমান রয়েছে। (সূরা নূর : ৬২)

হাদীস

١- عَنْ عَمْرِوبْنِ عَبَسَةَ (رض) قَالَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ (صلعم) مَا الْإِيْمَانُ ؟ قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ . (مسلم)

১- হযরত আমর বিন আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)কে জিজ্ঞেস করেছিলাম, ঈমান কি? জবাবে তিনি বললেন 'সবর (ধৈর্য ও সহনশীলতা) এবং সামাহাত (দানশীলতা, নমনীয়তা ও উদারতা) হচ্ছে ঈমান'। (মুসলিম)

٢- عَنْ عَبَّاسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (صلعم) ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ مَنْ رَّضِيَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَّبِالْإِسْلَامِ دِيْنًا وَّبِمُحَمَّدٍ رَّسُوْلاً . (بخاري، مسلم)

২- হযরত আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলে কারীম (সা) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে আল্লাহকে রব, ইসলামকে দ্বীন এবং মুহাম্মদ (সা)কে রাসূল হিসেবে কবুল করেছে, সেই ব্যক্তি ঈমানের প্রকৃত স্বাদ লাভ করেছে। (বুখারী, মুসলিম)

٣- عَنْ اَنَسٍ (رض) عَنِ النَّبِيِّ (صلعم) قَالَ لَايُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰي يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَايُحِبُّ لِنَفْسِهٖ. (بخاري و مسلم)

৩- হযরত আনাস (রা) বর্ণনা করেন। নবী করীম (সা) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে হতে কেউই ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (বুখারী, মুসলিম)